মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীসুভদ্রাদেবী ও শ্রীবলরাম

৫৪ বর্ষ ❀ ১১শ সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সংখ্যা ❀ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ ❀ জুন, ২০১৭

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও বাণী	—	৪
৩। ভজনাঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। গুরুদেবের অসুস্থলীলা	ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৬
৫। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে সপ্তাহকাল শ্রবণ কীর্ত্তন	সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	৯
৬। শ্রীশ্রীগৌড়মন্ডল পরিক্রমার বিবরণী	সংগ্রাহক—বৃন্দা দাসী	১১
৭। ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব	সংগ্রাহক—ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ	১৩
৮। বাসযোগে পুরীধাম দর্শন	—	১৬
৯। শারদীয়া দুর্গোৎসবে আটদিন ব্যাপী পারমার্থিক ক্লাস	—	১৭
৯। শ্রীচৈতন্যমেলার অনুষ্ঠান সূচী—২০১৮	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৪ বর্ষ ❀ ১১শ সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সংখ্যা ❀ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ ❀ জুন, ২০১৭

সারকথা

'দিগ্বিজয় করিব,'—বিদ্যার কার্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৩।১৭৩)

মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৩।১৭৪)

এতেকে মহান্ত সব সর্ব পরিহরি'।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি' ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৩।১৭৫)

যে-বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৩।১৯৩)

এতেকে ছাড়িয়া, বিপ্র, সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৩।১৭৬)

যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয় ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৩।১৭৭)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয় ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৩।১৭৮)

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি 'আমা' প্রতি কহিবা আপনি ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৩।১৩০)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী ও বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৩। যেদিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্য-দেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই দিনই আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-লাভ হইবে; সেইদিন আমরা আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধ স্থায়ী আত্মরতিতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিভৃত সেবা করিতে থাকিব; তৎকাল ব্রহ্মানু-সন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে। মহান্ত গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজ-জন বলিয়া উপলব্ধি তখনই শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-কথা আমাদের শুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়; তখন শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চম্পকাভা-দ্বারা উদ্ভাসিত, শ্রীমতির উদ্‌ঘুর্ণ্য-চিত্র-জল্পাদি-চেষ্টা-দ্বারা প্রফুল্লিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে।

২৪। ''অভক্ত, শৌক্রভিমানী, মাংসদৃক্, পাষণ্ডী বেদব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবগণকে 'শূদ্র' প্রভৃতি আখ্যা দিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পাষণ্ডীই অপকৃষ্ট শূদ্রাধম। অনার্জব, কৌটিল্য ও মিথ্যাভাষণাদি তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। আপনাকে সে ব্যক্তি বিপ্রাভিমান-পূর্বক বিপ্র-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে জাতিসামান্য শূদ্রাধম হইয়াও বুদ্ধি আরোপ করিয়া মহা-অপরাধ-বশতঃ নিরয়গামী হইয়াছিল। তাই 'আগম-প্রামাণ্যে' শীর্ষ মুনাচার্য সাত্বতগণের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীদিগের 'বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ নহে'—এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। 'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ'—এই সাত্বত শাস্ত্র প্রমাণ যাহারা অনাদর করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধ-বিষ্ণু ভক্তিপথে তাহাদের কোন শ্রদ্ধা নাই; তাহারা গুরুদ্রোহী।''

—(শ্রীল প্রভুপাদ, গৌড়ীয়ভাষ্য-চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৯৩)

২৫। ''যিনি বৈষ্ণবে যোষিৎসঙ্গজ জাতিবুদ্ধি করেন, তিন নরকে আছেন। বৈষ্ণবে যিনি জাতি বুদ্ধি করেন, তিনি নরকগামী হওয়ায় অসম্ভাষ্য।'

—(প্রতীপ-প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ৪৯)

২৬। গৃহস্থ, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর চেহারাতেও পরমংস বা উচ্চ সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টার নামই সন্ন্যাস। বৈষ্ণব-মাত্রেই সর্বপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী; বৈষ্ণবের অপর নাম—পরমহংস।

—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড-৩১ পৃষ্ঠা)

২৭। আমার মনের মত না হলে যাকে বরখাস্ত করতে পারি, কিম্বা যাকে দিয়ে আমার বদমায়েসী, দুষ্টামিবুদ্ধির সমর্থন করে নিতে পারি, তাকে 'আচার্য' বা 'গুরু' বলা যায় না।

—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী: ৪র্থ খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)

২৮। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না। অচিরেই পঞ্চাশ হাজার সত্যানুরাগী লোক আসিতেছে।

—(শ্রীল প্রভুপাদ)

২৯। নূন্যাধিক পাপপরবশ জনগণ মুক্তের বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন অধস্তন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন, কাজেই তাঁহারা মহান্তগুরুর পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধফলে তাঁহাদের বিচারে জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি প্রভৃতি পারমার্থিক অন্ধকার উপস্থিত হইয়াছে।

—(শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধ, 'গৌড়ীয়' ৭ম বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ৮ পৃষ্ঠা)।

৩০। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন।

৩১। ''আমি অধিক বুঝি আর অন্য গুরু আসিয়া আমায় কি অধিক উপদেশ দিবেন'?—এইরূপ অহঙ্কারকারী জনের অপরাধ বশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না, সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তি-রহিত জীবকে ভক্ত-সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়।

—(শ্রীল প্রভুপাদ, অনুভাষ্য (চৈঃ চঃ ১।৩৫)

৩২। অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজন-লিঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গ সকল পালন করেন, কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।

(ক্রমশঃ)

ভজনাঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
স্থান-মুম্বাই (শ্রীসঞ্জয় কাঁড়ার বাসভবন)

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণ কমলে আমরা নিত্য সেবা প্রার্থনা করে ভক্তগণের সম্মুখে শ্রীসঞ্জয় কাঁড়ার বাসভবনে কিছুক্ষণের জন্য মিলিত হয়েছি ভগবদ্ প্রসঙ্গে কাল অতিবাহিত করার জন্য। ভগবদ্ প্রসঙ্গ এমন একটা জিনিস যে প্রসঙ্গে আমরা চির মুক্তির দিকে বা আত্মার চির আনন্দের দিকে যেতে পারি। ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা এগুলোকে যদিও নিন্দনীয় বলা হয়, ভক্তি লাভ করতে গেলে এগুলোর দরকার নাই, কিন্তু মুক্তি, ভুক্তি যাবৎ আমাদের হৃদয়ে বাসা বেঁধে থাকে ততদিন শুদ্ধভক্তির কিছু taste আমরা পাই না। শুদ্ধভক্তি যে ভগবানের কথাপ্রসঙ্গ, সেই ভগবানের কথা প্রসঙ্গ ভক্তসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে কীর্ত্তন করাই হলো শ্রেষ্ঠ রাস্তা। শুদ্ধভক্তির ক্রিয়াগুলো করতে করতে জীব কখন যে চির কল্যাণের রাস্তায় এসে পড়বে বুঝতে পারে না। **কলিযুগে আমাদের যতসব ভজনাঙ্গের কথা বলা আছে সেসব ভজনাঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।**

''যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তি সংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্।'' (ভাঃ ৭।৫।২৩)।

নাম সংকীর্ত্তন যদি আমরা প্রেমের সঙ্গে গ্রহণ করি তাহলে ফল ফলবেই। ভক্তসঙ্গ এমন একটা জিনিস যেটা ভগবানকে হৃদয়ে বশীভূত করায়। ভগবান্ তিনি বৈকুণ্ঠের ঠুঁটো জগন্নাথ নন, তিনি ভক্তগণের সঙ্গে সম্যক আলোচনার দ্বারা আনন্দিত হয়ে থাকেন। সেজন্য শাস্ত্র বলছেন—

''কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ—২২।৮৩)

আমরা মহাপ্রভুর লীলাতে দেখতে পাই যে মহাপ্রভু যখন সংকীর্ত্তন রাস শুরু করলেন শ্রীবাস অঙ্গনে closed door campus এ, সেখানে বাইরের লোক শুনতে পেত না। কিন্তু বাইরের লোক যখন রেগে মরার খুলি, হাড়গোড়, মদের বোতল জোগাড় করে এনে রাতে শ্রীবাসের গৃহের বাইরে রেখে গেল এবং অত্যাচার শুরু করল তখন মহাপ্রভু দেখলেন যে ভক্তদের সুবিধা হবে না অসুবিধে হয়ে যাবে, তাই তিনি সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে দিবালোকে সব ভক্তগণকে নিয়ে তিনি সংকীর্ত্তন রাস শুরু করলেন। তিনি শুরু করলেন মানে সর্বশক্তি দিয়ে কীর্ত্তন রাসকে প্রফুল্লিত করলেন যাতে সকলের সেই দুঃখটা গেল সবাই মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করল, মহাপ্রভুর কীর্ত্তন শুনল এবং তার চরণে প্রণত হলো। কিন্তু এতে তাদের নিন্দার স্বভাব কমল না, তখন মহাপ্রভু দেখলেন এদের কাছ থেকে আমার সরে পড়লেই ভালো তাই তিনি কীর্ত্তন আনন্দে মেতে চলে গেলেন শ্রীধাম নীলাচলে সন্ন্যাস নিয়ে। সন্ন্যাসীরূপে এসে যখন ঘরে ঘরে নাম প্রচার করলেন তখন সবাই আর তার নিন্দা করতে পারল না। নীলাচল থেকে যখন প্রথম আসলেন দু'চারজন ভক্তসঙ্গে এবং নবদ্বীপে কুলিয়ায় যে অপরাধ-ভঞ্জন পাট আছে সেখানে আসলেন এবং ক্ষমাদৃষ্টিতে দেখে তিনি সবাইকে ক্ষমা করে প্রেম বিতরণ করেছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর লীলা আমাদের অত্যন্ত উপাদেয় এবং সেই শিক্ষা আমাদের লাভ করা দরকার। শ্রীমহাপ্রভু না এলে কলিযুগে আমাদের উদ্ধার হওয়ার কোন উপায় ছিল না। সেইজন্য শ্রীমহাপ্রভু কলিযুগে এসে সকলকে উদ্ধারের জন্য বললেন—

''নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন,।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥''

(চৈঃ চঃ)

এবং এটাই প্রচার করলেন। মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয় আর আচার্য্য বিষয় ছিল একই অর্থাৎ means and the end are same and identical. Means হচ্ছে কীর্ত্তন আর end হচ্ছে যার জন্য করছে। কি করতে হবে সারাদিন? কীর্ত্তনকেই করতে হবে, কীর্ত্তনকেই শুনতে হবে, কীর্ত্তনকেই আহ্লাদের বস্তু করে জীবন গঠন করতে হবে। সেজন্য মহাপ্রভু বললেন—''কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্ত্তন''। আবার শ্রীরায় রামানন্দকে পুরীতে বললেন—নাম সংকীর্ত্তনই হচ্ছে কলিযুগের ধর্ম।

"হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ—২০।৮)

ভগবানকে লাভ করবার যত যত উপায় আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নাম সংকীর্ত্তন। নাম সংকীর্ত্তন করতে হবে কীর্ত্তন প্রভুর নির্দেশে এবং প্রভুর প্রতি শরণাগত চিত্তে। মহাপ্রভু নিজের জীবনে তা আচরণ করে দেখিয়েছেন। সেইজন্য মহাপ্রভুকে সংকীর্ত্তনের পিতা বলা হয়। সংকীর্ত্তন সৃষ্টি হলে মহাপ্রভু সেখানে আবির্ভূত হন। তাই তিনি বললেন—চার জায়গায় আমাকে পাবে, এক হচ্ছে নিত্যানন্দের নর্তনে ও কীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, শচীর অঙ্গনে এবং রাঘব ভবনে প্রেম পরিপূরক এই যে স্থান—এই স্থানে নৃত্য কীর্ত্তনের সঙ্গে সর্বতঃ আবির্ভূত তিনি। ভগবানের ভক্তগণ সেখানে বসে কীর্ত্তন করেন। ভক্তগণ ভগবানকে সুখী করবার জন্যই কীর্ত্তন করেন, মহাপ্রভু সে কীর্ত্তনই করে দেখিয়েছেন। আমরা কীর্ত্তন ছোট কথা বলে মনে করি কিন্তু হরি সংকীর্ত্তন ছোট কথা নয়, মহাপ্রভু এত শক্তি সঞ্চার করেছেন যে এই একমাত্র সংকীর্ত্তনেই কলিযুগের জীবের চিরমুক্তি হয়ে থাকে।

"নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পারে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥" (চৈঃ চঃ)

'নাচ গাও ভক্তসঙ্গে' মানে স্বতঃসিদ্ধ উপায় সেজন্য নাচাগাওয়ার মধ্যে দিয়ে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন বন্যাকে প্রবাহিত করে রেখে গিয়েছেন। সেইজন্য—

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥"

আমরা হরিকে কোথায় খুঁজব? কলিযুগের লোক আমরা, হরির থেকে আমরা অনেক দূরে পড়ে গিয়েছি। কি করে আমরা হরিকে আবার হৃদয় আসনে বসাবো এটা আমাদের আবির্ভাবের চিন্তন। ভগবানকে কলিযুগে আবির্ভাব করানোই হচ্ছে সংকীর্ত্তনের শক্তি। জগতে অনেক জিনিসকে আমরা লক্ষ্য করি ভক্তি ক্রিয়া হিসেবে যেমন ধ্যান, যাগযজ্ঞ, তপস্যা কিন্তু কলিযুগের যে যুগধর্ম নাম সংকীর্ত্তন এটা বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"নামরূপে কলিযুগে কৃষ্ণ অবতার।" মহাপ্রভু যদি এত সহজ করে না দিতেন কেউ সংকীর্ত্তন পন্থায় আসতেন না। তিনি সহজ যেমন করেছেন তেমনি সাবলীলও করেছেন কিন্তু এটা করতে গেলে অন্যাভিলাষিতাশূণ্যং হতে হবে।

অন্যাভিলাষিতাশূণ্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ববিভাগ ১।৯)

'জ্ঞান কর্মাদি অনাবৃতম্' এটা কি?—অন্যাভিলাষিতা শূন্য হয়ে জ্ঞান কর্মাদি এগুলোকে তুচ্ছীকৃত করতে হবে। আর আমরা ভক্তির নাম করে জ্ঞানের চর্চা করছি কর্ম করছি এসব করে আমাদের ভক্তিটা Impediment অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে এজন্য এর থেকে মুক্ত হতে হবে। আনুকূল্যেন' মানে অনুকূলা অর্থাৎ রাধাঠাকুরানীর অনুগত হয়ে বা ভক্তগণের পক্ষ নিয়ে কৃষ্ণ অনুশীলন করতে হবে। কৃষ্ণ অনুশীলন করতে হবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং ভগবানকে আমাদের অনুশীলনের বস্তু করতে হবে। জগতে কত কি জিনিসের অনুশীলন আমরা করে থাকি কিন্তু কৃষ্ণানুশীলন করতে হবে কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা।

এসব কথার উপর আমাদের বিশ্বাস কম হলে চলবে না। এসব আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে করতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংকীর্ত্তনকে জয়যুক্ত করতে হবে। এই যে আমাদের Gaudiya Mission এর প্রচার কীর্ত্তনের দ্বারাই আমরা করে থাকি। সাধুশাস্ত্রের কৃপা নিয়ে কীর্ত্তন করতে হবে।

"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ-২০।১২০)

মায়ার শক্তির থেকে আমাদের বাইরে আসতে হলে কৃষ্ণ কীর্ত্তনের লেলিহান জিহ্বার দ্বারা এ সমস্তকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করে কৃষ্ণ কীর্ত্তনের মধ্যে থাকতে হবে। জগতে কত লাভ হানি, কত উত্থান-পতন, কত different পদ্ধতি, বিদ্যা রয়েছে কিন্তু এগুলোতে আমাদের লুব্ধ হওয়ার কিছু নাই। **আমাদের বুঝতে হবে কৃষ্ণকীর্ত্তন আমাদের লোভের বস্তু হওয়া দরকার এবং এটাকে পরিপাটীর সঙ্গে সেবা করতে করতে ভক্তিলাভ** হবে। এত কথা যে বললাম যা আপনারা শুনলেন যেন আমরা curriculum এর মধ্যে থেকে ভক্তের অনুগমনে ভক্ত ভগবানের গুণপনার কথাই বললাম। কীর্ত্তনের দ্বারাই এসব কথা সম্ভব এবং এই কথাই আমাদের মঙ্গল আনয়ন করে।

**"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"**❑

শ্রীগুরুদেবের অসুস্থলীলা

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

অজের যেমন জন্মলীলা, শ্রীগুরুদেবের তেমনি মর্ত্তে মানব লীলা। তত্ত্বতঃ যিনি গোলকের জন, ভৌমপ্রপঞ্চে ভক্তি বিস্তার করবার জন্য যাঁর আবির্ভাব, ত্রিতাপগ্রস্থ অনন্ত জীবকূলের মধ্যে থেকে সুকৃতিবান জীবকে স্বস্থ-সুন্দর করে ভগবানের সেবক করে তোলা যাঁর কাজ, শারীরিক অসুস্থতা নিশ্চই তাঁর এক লীলা মাত্র। এই লীলা মানব লীলার অনুকরণে সংঘটিত। যাঁরা তাত্ত্বিক দর্শনে এটা বুঝতে চেষ্ঠা করবেন, তাদের অসুবিধা নাই। আর যারা তত্ত্বজ্ঞানহীন, সাধুর সংস্পর্শে কোনদিন আসেন নাই তারাও বাঁচবেন। তারা জানবেন-ইনি মানুষ। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী যাঁরা, গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি কোমল-শ্রদ্ধাবান, তত্ত্বজ্ঞানের স্বল্পতাবশতঃ দুর্বল সাধক, দুঃসঙ্গের গতিতে মন এদিক ওদিক হয়, তাদের জন্য বিপদ। শ্রীগুরুদেবের অসুস্থলীলা থেকে নিত্যলীলায় প্রবেশ পর্যন্ত লীলাটি একটি অদ্ভুত লীলা। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের মৌষল লীলার মতই মায়াময় এই লীলা। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা সকলেই পছন্দ করেন কিন্তু অন্তর্ধান লীলা কেউ শুনতে চান না। শ্রীগুরুদেবের অসুস্থ-লীলাও তদ্রূপ। এ লীলা মূলতঃ বঞ্চনাময় লীলা। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান।
কেশাবতার, আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥
মহিষী-হরণ আদি, সব—মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২৩।১১৭-১১৮)

শক্ত্যাবেশাবতার পরশুরাম জানতেন ক্ষত্রিয়দের অত্যাচার থেকে সৃষ্টিকে বাঁচাতে হবে, তারজন্য তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু অবতার পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করে তাঁকে শক্তি পরীক্ষা দিতে হবে তা কে জানতো? ভগবান বামনদেব জানতেন মর্ত্তে গিয়ে দেবতাগণকে পুনরায় স্বর্গের অধিকার প্রদান করতে হবে। কিন্তু ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কপটতাকে আশ্রয় করে বলিকে ছলনা করতে হবে আপনি আমি কি এইরূপ আশা করেছিলাম? শ্রীরামচন্দ্র জানতেন সৃষ্টিতে মর্য্যাদা স্থাপন করবার জন্য তাঁর ভৌমপ্রপঞ্চে আবির্ভাব। কিন্তু সীতার বিরহ জ্বালা ভোগ করতে হবে, রাবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুণ্ডচ্ছেদ করতে হবে এগুলি কি আমাদের হিসাবে ছিল? কিন্তু অবলীলাক্রমে এগুলি সংঘটিত হয়েছিল। জিতক্রোধ সনকাদি ঋষিগণের বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ দান, জয়-বিজয়ের অসুর যোনিতে গিয়ে তিন জন্ম ভ্রমণ ও প্রভুকে যুদ্ধ সুখ দান করা—এ সবই প্রভুর লীলা। কলির আগমন হবে তাই রামাবতারের ন্যায় সশরীরে বৈকুণ্ঠ আরোহণ না করে কৃষ্ণ মানুষের ন্যায় শর বিদ্ধ হয়ে শরীর ত্যাগ, ও যদু বংশের ধ্বংস সাধন করে অধিকাংশ মানবকে বঞ্চিত করেছিলেন। সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে হলেও এই সব লীলা কর্ত্তুম-অকর্ত্তুম-অন্যথা কর্ত্তুম্ সমর্থ শ্রীভগবানের এ সব কিছুই হিসাবের মধ্যে।

সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের অসুস্থ লীলা। তাঁর এই লীলা সকলের বোধগম্য নয়। আপনার আমার মতো যারা তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করেন নি, উপর উপর ভজন করছেন মাত্র-এসব লীলা তাদের অগম্য। তারা শ্রীগুরুদেবকে সাধারণ মানুষ সাম্যে বিচার করে বাদ-বিতণ্ডার মধ্যেই জড়িয়ে পড়বেন। পক্ষ ও বিপক্ষের মধ্যে পড়ে চঞ্চল হবেন। অথবা অপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে শ্রীগুরুদেবের বঞ্চনা লীলার মধ্যে পড়বেন। আর তত্ত্বদৃষ্টির আলোক যারা পেয়েছেন তাদের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান ভজনশীল সাধক এই বিরাট পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেন একটা কালবৈশাখীর ঝড়কে দৃঢ়তার সঙ্গে সামলে ভক্তিতে উন্নত অধিকার লাভ করে বেরিয়ে যাবেন। তাছাড়া সকলের উপরে আর এক শ্রেণীর নিষ্ঠাবান রুচিশীল ভক্ত রয়েছেন যাঁদের এই ঝড় স্পর্শ করতে পারবে না, পাশ কেটে বেরিয়ে যাবে। তাঁদের সংখ্যা আজকের দিনে নিশ্চই বিরল, অতি বিরল। কিন্তু এটা সত্য একটা ঝড় আসছে। তার সংকেত স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের অসুস্থ লীলা। স্কুলে পরীক্ষায় ফেল করার মতো অনেকে এই ঝড়ে ভেঙ্গে যাবেন। আমরা চাইব আপনি সাবধান হউন! যাতে বঞ্চিত না হন তারজন্য প্রস্তুতি নিন। শ্রীগুরুদেব অসুস্থলীলার দ্বারা সেই সুযোগ দিচ্ছেন আমাদের।

আমাদের মধ্যে যারা দুর্বল সাধক শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন করছেন, সাধনে দৃঢ়তা কম তাদের

প্রত্যেকের মধ্যে শ্রীগুরুদেবের প্রতি প্রিয়ত্ব ধর্ম কিছু না কিছু রয়েছে। ঐ প্রিয়ত্বের পরিমাণ অনুযায়ী আমরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু বুঝতে হবে যার যতটা গুরুদেবের প্রতি প্রিয়ত্ব ধর্ম অধিক তিনি ততখানি শ্রেষ্ঠ এবং নিম্নের জন ক্রম শ্রেষ্টতার বিচারে বড়দের মর্যাদা দিয়ে চলবেন—এটাই ভক্তি রাজ্যের নিয়ম। শ্রদ্ধার পরিমাপ বা প্রিয়ত্বের মাপকাঠি বোঝা বড় কঠিন, রহস্যময় এই বিচার। এই বিচার প্রক্রিয়া কেবল ঈশ্বর বা শ্রীগুরুদেবের হাতে। যাঁরা অধিকারী বৈষ্ণব তাঁরাও কিছুটা ধরতে পারেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের এই অসুস্থ লীলাটি শিষ্যদের জন্য, তাদের পরীক্ষার জন্য। আপনি আমি সাক্ষী থাকব কে বা কারা শ্রীগুরুদেবের অসুস্থ লীলায় উত্তীর্ণ হলেন বা এই লীলায় লাভ উঠাতে পারলেন। শ্রীগুরুদেবের অসুস্থলীলা প্রকৃতপক্ষে তাঁর অসুস্থলীলা নয়, আমাদেরকে সেবা দিয়ে ভজনে সুস্থ করবার লীলা। তিনি হরিনাম, দীক্ষা দান করে আমাদেরকে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমরা। আমরা কিছুতেই ভজন করতে চাই না। আমাদের অনর্থের চাপে তাঁর এই অসুস্থ লীলা। তাঁর এই লীলা ভজন বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার লীলা। এতদিন ধরে সেবা রাজ্যে যাওয়ার জন্য আমরা কতটা প্রস্তুতি নিয়েছি সেই পরীক্ষার জন্য তাঁর এই অসুস্থলীলা।

আমরা মনে করতে পারি চিকিৎসা ঠিক মতো হলে শ্রীগুরুদেবের এই অবস্থা হতো না, তিনি আগের মতোই সুস্থ থাকতেন। আমরা ভাবতে পারি সেবাযত্ন পেলে পুনরায় আগের মতো তিনি কথা বলবেন, হাঁসবেন, কাঁদবেন। আমরা এও ভাবতে পারি তিনি চিরদিন স্বশরীরে আমাদের কাছে থাকবেন। এই সকল ভাবনা প্রাকৃত এবং অবাস্তব। তাঁর অসুস্থ লীলার তাৎপর্য আপনার ভজন অভিলাষ বা ভজন পরিপক্কতার মাধ্যমে ধরা সম্ভব। দলাদলি বা গায়ের জোরে নিশ্চয় এটা ধরা সম্ভব হবে না। কেউ দেখছেন শ্রীগুরুদেবের সেবক গোষ্ঠীর মধ্যে গুরুসেবার খুব আদর যত্ন, মিশন কর্তৃপক্ষের চিকিৎসার মধ্যে গাফিলতি রয়েছে। আবার অপরপক্ষ দেখছেন মিশন কর্তৃপক্ষ শ্রীগুরুদেবের সেবা ঠিকমতো করে যাচ্ছেন, শ্রীগুরুদেবের সেবকগণ স্বতন্ত্রতা করছে। অর্থাৎ পক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ের মধ্যে মতভেদ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বশতঃ। সকলেই শ্রীগুরুদেবকে সুস্থ দেখতে চান। কিন্তু শ্রীগুরুদেব স্বতন্ত্র, তাঁর লীলাও স্বতন্ত্র। তিনি যে লীলাটি ভগবৎ ইচ্ছায় বা নিজের ইচ্ছায় করে যাচ্ছেন, সেটি পক্ষ ও বিপক্ষের বিচারের ঊর্দ্ধে। তাতে আমাদের কারুর হাত নেই। শুধু দেখার বিষয় একটাই আমরা এই পরীক্ষায় কে বাঁচব বা কে অপরাধ কুড়িয়ে মরব।

আমাদের বাঁচা বা মরাটাও স্বেচ্ছাময় ভগবান বা তাঁর প্রিয়জন শ্রীগুরুদেবের কৃপার উপর নির্ভর করবে ঠিকই। তথাপি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশ-ফেল যেমন স্বাভাবিক তেমনি শ্রীগুরুদেবের এই অসুস্থ লীলায় বাঁচা বা মরাও স্বাভাবিক। তাঁর কৃপালীলা ও বঞ্চনালীলা—এই দুই-ই বড় মধুর। একজনকে এই লীলার মাধ্যমে অনেকটা এগিয়ে দেবেন আবার অন্য জনকে ঘোর নরকে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাবেন। ভক্তি জগতে টিঁকে থাকার এই লড়াই সব সময় চলতে থাকে। এই সকল বিচারগুলি যদি এখন থেকে আমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারি তাহলে এই লীলার লাভ আমরা বেশীরভাগ কুড়াতে পারবো। যদি তা না হয় ঠকবার দিকটা ভারি হয়ে যাবে। ভগবান বা তাঁর প্রিয় ভক্তের লীলা জীব মঙ্গলকর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব শ্রীগুরুদেবের এই অসুস্থ লীলা আমাদের জন্য বিশেষ হিতকর। এই লীলার দ্বারা তাঁর অনুগতজনদের একটা বিরাট পরীক্ষা সামনে আসে। পরীক্ষা মানে আমাদের ভজন বিষয়ে আগ্রহের পরীক্ষা বা গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধার পরীক্ষা, তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে ভজন করবার পরীক্ষা। সর্বোপরি তাঁর অভিষ্ট অনুযায়ী সেবারাজ্যে অগ্রসরের পরীক্ষা। যে পরীক্ষার পথ শত শত বাধায় পরিপূর্ণ। ভজন শিথিলতা, সমালোচনা, নিন্দা-চর্চা, মর্যাদাবোধের অভাব, প্রতিষ্ঠাশা আদি শত শত বাধা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ পাবে এই অসুস্থ লীলার মাধ্যমে। যিনি এ সবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফেল করবেন তিনি গুরুদেবের বঞ্চনা লীলার মধ্যে পড়ে যাবেন। ঐ লীলায় কেউ পড়ে যান আমাদের শ্রীশ্রীগুরুবর্গের তা ইচ্ছা নয়।

আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমাদের শ্রীশ্রীগুরুবর্গ, আমাদের ভক্তির পথ মহান। শুদ্ধভক্তির মাধ্যমে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এই পথ। এই ধারা এক, গুরুবর্গ এক। কেবল এঁরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসে ভজন শিক্ষা দেন। তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতি এক। বহু ভাগ্যের ফলে এই ধারায় আপনি আমি এসে পড়েছি। ভক্তির পথে এমনিতেই শত বাধা। শ্রীল গুরুদেবকে ধরে বা তাঁর সেবা করে ভাগ্যবান সাধক

এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ভজনের শেষ সীমায় পৌঁছে যান। সেই মহান ভাগ্য আমাদের না হোক্ অন্তত ভজনে টিকে থাকা বা কচ্ছপের গতিতে হলেও একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়ার ভাগ্য আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। তা না হয়ে যদি গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রীতি বা শ্রদ্ধা হারিয়ে অপরাধ পঙ্কে পতিত হয়ে ভজনচ্যুত হতে হয় —সেটাই অন্যায় এবং অবাঞ্ছনীয় বটে। শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথায়—''একে বন্দে আরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়''—এটা বুঝতে হবে। শ্রীগুরুদেবের অসুস্থলীলারূপ পরীক্ষার দ্বারা আমরা সেইরূপ বঞ্চিত না হই। অন্তত পাশমার্ক টুকু পেয়ে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই শ্রীগুরুদেবের মর্যাদা রক্ষা করা হয়। নতুবা অপ্রাকৃত এই ভক্তিরাজ্যের বাইরে বহু দূরে সংসারের ঘোর নরকে পতিত হয়ে নিজেদের অমঙ্গল আহ্বান করা হয় মাত্র। ❑

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা শ্রবণ কীর্ত্তন

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস, ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দিবস-সকাল

পুরীদেবে ভক্তিং গুরুচরণযোগ্যাং সুমধুরাং।
দয়াং গোবিন্দাখ্যে বিশদ-পরিচর্য্যাশ্রিতজনে ॥
স্বরূপে যো প্রীতিং মধুররস-রূপাং হ্যকুরুত।
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা স্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্-৭১)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌরাঙ্গের লীলা স্মরণ করতে গিয়ে 'স্বভক্ত প্রীতি' শীর্ষক শ্লোকে নিজ ভক্তের প্রতি প্রীতি, ভক্তবৎসলতা দেখাতে গিয়ে মহাপ্রভুর লীলায় তিনজন পরিকরকে নিয়ে এলেন—শ্রীলপরমানন্দ পুরী, শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীলস্বরূপ দামোদর।

শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরী পাদের নয়জন শিষ্য চৈতন্য কল্পতরুর নয় মূল বা শিকর। প্রেমকল্পতরুর মূল মধ্য স্বরূপ পরমানন্দ পুরী। বিহারের ছাপড়া, মুজফরপুর, দ্বারভাঙ্গা নিয়ে 'ত্রিহুত' বলা হত। সেই ত্রিহুতে আবির্ভাব শ্রীপরমানন্দ পুরীর। শ্রীপরমানন্দ পুরী ও শ্রীঈশ্বর পুরী গুরুভ্রাতা এবং ঈশ্বর পুরীর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীপরমানন্দ পুরী সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণে ঋষভ পর্বতে গিয়ে চতুর্মাস্য ব্রত যাজন করছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে গমন করলেন তখন ঋষভ পর্বতে পরস্পর মিলিত হন এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীপরমানন্দ পুরী গুরুতুল্য ছিলেন, গুরুভ্রাতাকে গুরুতুল্য সম্মান দিতেন মহাপ্রভু। মহাপ্রভু তাঁকে কৃষ্ণকথারস আস্বাদন করবার জন্য নীলাচলে আহ্বান করলেন। ইতিপূর্বে গঙ্গা স্নানের মানসে তিনি নবদ্বীপে এসেছিলেন, সেই ছলে শচীমায়ের অতিথ্য বিধান, মহাপ্রভুর দর্শন ও প্রসাদ সেবনের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। পুরীতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের অনতিদূরে পশ্চিমদিকে তাঁর নিবাস ছিল, তাঁর কূপের জল ঘোলা ছিল। কৃপা করে মহাপ্রভু সেই কূপের জল শোধন করে বলেছিলেন—''এই জল যে পান করবে, মস্তকে গ্রহণ করবে তার অচিরেই কৃষ্ণভক্তি হবে।'' মহাপ্রভু প্রায়ই পরমানন্দ পুরীর দর্শনে যেতেন এবং কৃষ্ণকথা আলোচনা করতেন। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে কেমন ভক্তি করতে হয়, শ্রীগুরুদেবের ভ্রাতৃস্বরূপে রয়েছেন যাঁরা তাদের প্রতি কিরকম ব্যবহার করা দরকার তা মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ সুমধুর ভক্তি করতে শিখিয়েছেন। আবার যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্যের প্রতি যে বাৎসল্য, সেই বাৎসল্য রসে গুরুতুল্য পুরীদের মহাপ্রভুকে আদর করতেন, সম্মান করতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলছেন—

''পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, স্বরূপের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২।৭৮)

মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ দাস্যরস যুক্ত হয়ে কেমন সেবা করতে হয়, সেবকের ভাব কি রকম, সেসব মহাপ্রভু তাঁর সেবককে দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। গোবিন্দ প্রত্যহ নিয়ম করে মহাপ্রভুর প্রসাদ পাওয়ার পর মৃদু মৃদু পাদসম্বাহন সেবার দ্বারা প্রভুর নিদ্রায় সাহায্য করতেন। একবার সপরিকর গুণ্ডিচা মার্জন করে পরিশ্রান্ত হয়ে মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বারে এমনভাবে শয়ন করেছেন যে গোবিন্দ ভেতরে

গিয়ে পাদসেবা করবেন তার কোন পথ নাই। বারবার গোবিন্দ বলছেন—প্রভু আপনি একটু পাশ ফিরুন, আপনার চরণসেবা করব।

''একপাশ হও, মোরে দেহ' ভিতর যাইতে'।
প্রভু কহে—'শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥''
গোবিন্দ কহে—''করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন''।
প্রভু কহে,—'কর বা না কর, যেই লয় তোমার মন।।
তবে গোবিন্দ বর্হিবাস তাঁর উপরে দিয়া।
ভিতর-ঘরে গেলা মহাপ্রভুরে লঙ্ঘিয়া ॥''

(চৈঃ চঃ অঃ- ১০।৮৬, ৮৮, ৮৯)

কিছুক্ষণ পর মহাপ্রভুর নিদ্রা ভঙ্গ হলে দেখলেন গোবিন্দ তখনো পাদসম্বাহন করছেন।

গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
'আজি কেনে এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া? ॥'
মোর নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলা প্রসাদ খাইতে?
গোবিন্দ কহে—'দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে ॥'
প্রভু কহে—'ভিতরে তবে আইলা কেমনে?
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলা গমনে?
গোবিন্দ কহে মনে—''আমার 'সেবা' সে 'নিয়ম'।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥
'সেবা' লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১০।৯২-৯৬)

ভক্তি রাজ্যে যারা ভজনশীল তারা অপরাধকে ভয় পান। তারা। অপরাধ করেন না কিন্তু প্রভুর সেবার জন্য অপরাধকে গ্রহণ করতে ভয় পান না।

''এইসব হয় ভক্তিশাস্ত্র-সূক্ষ্ম মর্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে এই সব ধর্ম ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১০।১০০)

ভক্তি শাস্ত্রের সুক্ষ্মভাব, শুদ্ধ দাস্য ভাব। ভক্তি জগতে দাস্যভাবের এর থেকে বড় কোন তুলনা নেই। মহাপ্রভুর এইরকম দাস্যরসের ভক্ত অনেক ছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন গোবিন্দ। পূর্বে গোবিন্দ তার গুরুদেব শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সেবক ছিলেন, তার শুদ্ধ দাস্যভাব দেখে শ্রীঈশ্বরপুরী তাকে মহাপ্রভুর কাছে পাঠান। মহাপ্রভুর সেবায় তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যারা গোবিন্দের কথা শোনেন, পড়েন বা জানেন তাদের এই ঘটনার পর চিন্তা করতে হবে যে আমাদের দাস্য ভক্তি কতদূর? এর দ্বারা আমরা কতদূর এগোতে পারি? আরও একজন পার্ষদ শ্রীলস্বরূপ-দামোদর, যিনি কৃষ্ণলীলায় ললিতা সখী ছিলেন। মধুর রসে শ্রীস্বরূপ দামোদরের সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রীতির ব্যবহার ছিল। তিনি শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য নামে খ্যাত ও নবদ্বীপে বাস করতেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি বারাণসী গিয়ে 'ভারতী' সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিলেন। তার ইচ্ছা ছিল শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কৃষ্ণ ভজন করবেন। তাই পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে ফিরে এলেন, মহাপ্রভু তাকে গ্রহণ করলেন। শ্রীলকবিরাজ গোস্বামীপাদ তাই বললেন—

''কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥
সঙ্গীতে—গন্ধর্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১০। ১১১, ১১৬)

মহাপ্রভুর কাছে যারা সিদ্ধান্তগত কিছু পুঁথি নিয়ে আসতেন সেগুলোর পরীক্ষক ছিলেন শ্রীল স্বরূপদামোদর। 'দামোদর স্বরূপ দ্বারে, নিরপেক্ষ ধর্ম পরকাশে।' যেমন, শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হলে পাঠিয়ে দিতেন শ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুর অর্থাৎ শ্রীল আচার্যদেবের কাছে।

'স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ'—শ্রীলস্বরূপ দামোদর মুখ্য রসানন্দ দান করতেন। দ্বাদশ রসের মধ্যে সাতটি গৌণ রস, পাঁচটি মুখ্য রস। আবার পাঁচটি মুখ্যরসের মধ্যে মধুর রস শ্রেষ্ঠ। সেই মধুর রসের চুলচেরা বিচার শ্রীলস্বরূপ-দামোদরের উপর ন্যস্ত ছিল। কোন প্রকার রসাভাসদোষ, সিদ্ধান্ত-বিরোধ বাক্য হলে তার পরীক্ষক ছিলেন শ্রীলস্বরূপ দামোদর।

এক বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ এসে মহাপ্রভুকে একটি সুন্দর কবিতা শোনাতে এসেছিলেন। মহাপ্রভু তাকে শ্রীলস্বরূপ দামোদর কাছে পাঠালেন। তিনি শুনে বললেন তাতে রসাভাসদোষ রয়েছে। তাকে বললেন—

''যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে তো জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-১৩২)

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগৌড়মন্ডল পরিক্রমার বিবরণী

সংগ্রাহক—বৃন্দা দাসী, বীরভূম

''শ্রীগৌড়মন্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস''।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কথিত হয়েছে—

''সর্ব্বত্যজি'' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?
ব্রজভূমি বৃন্দাবন-যাঁহা-লীলারাস॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৫)

তমলুক, পূর্বমেদিনীপুএর একটি সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন সেবাসচিব মহোদয়

সাধনকালে আমরা যে যেই ভূমিকাই থাকিনা কেন, সিদ্ধিদশায় শ্রীব্রজভূমে বাসই আমাদের চরম ও পরম প্রাপ্তি। কলিযুগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেমন উদারমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর ধামও ততোধিক উদার। তাই, শ্রীশ্রীগুরুবর্গ অতি বিচক্ষণভাবে আমাদের মতো কলিহত জীবের পরম মঙ্গলের কথা চিন্তা করে ''শ্রীগৌড়মন্ডল পরিক্রমা'র ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যাতে আমাদের জীবনের কিছুটা সময় অন্ততঃ সাধুসঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মুখ্য মুখ্য লীলাভূমি দর্শন, শ্রীগৌরপার্ষদবর্গের ভজন স্থান দর্শন ও তৎসঙ্গে সাধুমুখে তাঁদের ভজনাদর্শের কথা শ্রবণ করে নিত্য কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারি।

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে গত ২৯শে চৈত্র (১১ই এপ্রিল, ২০১৭) থেকে ১২ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল, ২০১৭) পর্যন্ত ১৫ দিন ব্যাপী যে গৌড়মন্ডল পরিক্রমার আয়োজন করা হয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রায় ১২০ জন ভক্ত পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেন। মিশনের অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, মুম্বাই মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় হৃষিকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপ্রপন্নকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবেন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচক্রধর দাস ব্রহ্মচারী আদি বৈষ্ণবগণ মুখ্যভাবে পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করে সর্বভাবে পরিক্রমার সুষ্ঠতা বজায় রাখেন। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদভক্তিবৈভব বন মহারাজ যাত্রীদের প্রসাদের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

১২-০৪-১৭ বুধবার—কলকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দ জীউর মঙ্গল আরতী সংকীর্ত্তন অন্তে শ্রীলগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করে তাঁর আশীর্বাদ ও অনুমতি গ্রহণ করে সকাল ৭টায় দুটি বড় বাস ও একটি অ্যাম্বুলেন্স যোগে পরিক্রমা পার্টি রওনা হয়। বাসের মধ্যে বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ করতাল যোগে উচ্চ সংকীর্ত্তন করতে থাকলে অন্যান্য ভক্তগণও তার অনুকীর্ত্তন করতে করতে আনন্দিত চিত্তে পরিক্রমার পথে এগিয়ে চলেন।

কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া-তে ভাগবত ধর্ম্মসভার একটি দৃশ্য

বরাহনগর—সকাল ৯টায় মধ্যে আমাদের বাস বরাহনগর এসে পৌঁছায়। বাস থেকে নেমে সংকীর্ত্তন সহ যোগে ভক্তগণ বরাহনগর শ্রীপাটবাড়িতে এসে পৌঁছান এখানে পন্ডিত শ্রীগদাধরের শিষ্য শ্রীরঘুনাথ ভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণের পর এখানে এসেছিলেন এবং শ্রীরঘুনাথ দাসের শ্রীমুখে শ্রীভাগবত শ্রবণ করে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন।

''প্রভু বলে,—'ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য ॥''

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।১১৯-১২০)

এই ভাগবতাচার্য্যই, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী রচনা করেন।

এখানে অপূর্ব শ্রীগৌর নিতাই বিগ্রহ সেবিত হচ্ছেন, সেখানে আরতী-কীর্ত্তন-দন্ডবৎ প্রণামাদি করে পুনরায় বাস যোগে বেলা ১১টা নাগাদ বাস আড়িয়াদহ পৌঁছায়।

আড়িয়াদহ—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ শ্রীগদাধর দাসের শ্রীপাট। মন্দিরে তিনটি প্রকোষ্ঠে একটিতে শ্রীজাহ্নবামাতা, পাশে অন্য প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর ও অন্যটিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ পূজিত হচ্ছেন। শ্রীপাদ ভক্তিবৈষ্ণব পর্যটক স্থানের মহিমা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেন এই শ্রীগদাধর দাস গোপীভাবে ভজন করতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু একদিন এখানে এসে দেখেন—

''গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গা জলের কলস।
নিরবধি ডাকে,—''কে কিনিবে গো-রস?''॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৩৭২-৩৭৩)

এই গদাধর দাস একদিন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে সেই গ্রামবাসী চরম হিন্দুবিদ্বেষী কাজীকে দলন করে কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

সেখান থেকে রওনা হয়ে দুপুর ১.৩০ টা নাগাদ বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগনা নামহট্ট সংঘের অন্যতম স্বর্গীয় ভুতনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র ও পরিবারবর্গের ব্যবস্থাপনায় সেখানে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। প্রসাদ অন্তে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বিকাল ৪টা নাগাদ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অঞ্চলের আকাশ বাতাস মুখরিত করে পরিক্রমা করে হয় এবং অনতিদূরে আটিসারা গ্রামে দর্শনে যাওয়া যায়।

আটিসারা—শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের বাসভবন। অপূর্ব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দর্শন করে ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য কীর্ত্তন-পরিক্রমাদি করেন। শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ, স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল গমনের পথে শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের বাস ভবনে এসেছিলেন।

''অনন্ত পন্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর ॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি' অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিল ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৫৩-৫৪)

সেখানে থেকে ফিরে বিকাল ৫টা নাগাদ ভাগবত ধর্মসভা শুরু হয়। সভার প্রারম্ভে ভাষণে শ্রীধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী শ্রীধাম পরিক্রমার তাৎপর্য্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য বৈষ্ণবগণ ভাগবত ধর্মের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মিশনের অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সুদুর্ল্লভ সাধুসঙ্গের মহিমা প্রসঙ্গে ভাগবতের এই শ্লোকটি বিশদ ব্যাখ্যা করেন—

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥''

(ভাঃ ১১।২।২৯)

সর্বশেষে শ্রীপাদ ভক্তি বৈভব পর্যটক মহারাজ, সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করে নিঃশ্রেয়স বস্তু লাভ করবার জন্যই

চেষ্টান্বিত থাকা দরকার, সেই প্রসঙ্গে শ্রীমদভাগবতের একাদশ নিম্নলিখিত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন—

''লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ।
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥''

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা সভা সমাপ্তি হয়, রাত্রে প্রায় ৫০০ জন ভক্তকে প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

১৩-০৪-১৭ বৃহঃস্পতিবার—সকালে প্রসাদ সোন অন্তে পরিক্রমা পার্টি ছত্রভোগের পথে রওনা হয়। প্রথমে অম্বুলিঙ্গ শিব দর্শন হয়।

অম্বুলিঙ্গ শিবঃ—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহনের পর নীলাচল গমণের পথে এই ছত্রভোগে আগমন করেছিলেন।

''এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা-কুতুহলে ॥
সেই ছত্র ভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্বজনে করি' সুখী ॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' করি' বলে সর্বজনে ॥''

(চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৬০-৬২)

সেখান থেকে বাসে করে বেলা ১১টা নাগাদ অন্ধমুনি-তলা গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে আসা হয়। অনতিদূরে প্রভুপাদ শ্রীলভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর পাদপীঠ দর্শনে যাওয়া হয়। সেখানে দর্শন, পরিক্রমা, মহিমা কীর্ত্তনের পর গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে নিতাই প্রভুর ব্যস্থাপনায় মহোৎসবের আয়োজন হয়। প্রসাদ অন্তে দুপুর ২.৩০টা গঙ্গাসাগরের পথে রওনা হয়। গঙ্গাসাগরের নিকটবর্তী ভারত সেবাশ্রমে রাত্রি বাস করা হয়।

১৪/০৪/১৭ শুক্রবার—সকাল ৬টায় পরিক্রমা পার্টি লঞ্চযোগে গঙ্গা পার হয়ে গঙ্গাসাগর পৌঁছায় ১০টায় নাগাদ। সাগরস্নানে ভক্তবৃন্দের বহুদিনের আশা পূরণ হয় কপিলমুনির আশ্রমে কপিলদেবের আরতি প্রণাম অন্তে দুপুর ২টা নাগাদ সেবাশ্রমে ফিরে এসে প্রসাদ গ্রহণ করা হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কলকাতায় ফিরে বাগবাজার মঠে রাত্রিবাস হয়।

১৫/০৪/১৭—শনিবার আজ বাংলা নববর্ষ। শ্রী গুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ করে সকলে আনন্দিত চিত্তে কৃপাশীর্বাদ নিয়ে বাস যোগে তারকেশ্বর যাওয়া হয় তারকেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন হয়।

তারকেশ্বর মহাদেব—''বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু''—সেই হিসাবে শিবঠাকুর আমাদের আরাধনীয়। এছাড়াও তারকেশ্বর মহাদেবের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে এই স্থানে বিশেষ আদরনীয়। *(ক্রমশঃ)*

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব

সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ, সহ মঠাধ্যক্ষ, গোদ্রুম

আজ ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের ভুবন মঙ্গলময় আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ হতে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজের পরিচালনায় দুটি বাস যোগে মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী, স্থানীয় ভক্তগণ ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত গৃহস্থ বৈষ্ণবগণসহ কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীনৃসিংহ পল্লীতে পৌঁছায়। প্রথমেই শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজের আনুগত্যে বৈষ্ণবগণ শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির পরিক্রমণ করেন। তারপর নাট্য মন্দিরে বসে দশাবতার স্তোত্রম্, বল হরি হরি, হরিনাম তুয়া কীর্ত্তনের দ্বারা ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের সুখ রচনা করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থ হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের কারন, ভক্ত ও ভগবানের মহিমা কথা সুন্দর সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইত্যবসরে শ্রীনৃসিংহদেবের পরমান্ন ভোগ হয়। তারপর বৈষ্ণবগণ আরতি ও পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। বেলা দুটোর সময় মঠে ফিরে আসা হয়।

হিরণ্যকশিপুকে বধ করে শ্রীনৃসিংহদেব এই স্থানে এসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, এই স্থানকে দেবপল্লীও বলা হয়। ভক্ত ও ভগবানের প্রসঙ্গে কিভাবে ভক্তি যাজন করতে হয়, সেজন্যই আজ আমরা এ স্থানে উপস্থিত হয়েছি।

সত্যযুগে হিরণাক্ষ্য ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই অসুর ছিলেন। হিরণাক্ষ্য তার বাহুবলের দ্বারা জোরপূর্বক ধরিত্রী-দেবীকে নিয়ে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। ধরিত্রীদেবীর কাতর ক্রন্দনে ভগবান শূকর (বরাহ) রূপ ধারণ করে হিরণাক্ষ্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে ধরিত্রীদেবীকে উদ্ধার করেন। ধরিত্রীদেবী তাঁকে পতিত্বে বরন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভগবান বরাহদেব তা স্বীকার করেন। ধরিত্রীদেবী ভগবানের অন্তঃরঙ্গা শক্তি তাই ভক্ত কিংবা অভক্ত সকলের ধরিত্রীদেবীকে এই মন্ত্র বলে প্রণাম করা একান্ত কর্তব্য—'সমুদ্র মেখলে দেবী পর্বত স্তনমন্ডলে। বিষ্ণুপত্নী নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শ ক্ষমস্ব মে ॥''

ধরিত্রীদেবীকে প্রণাম করলে চারটি ফল পাওয়া যায়—সহ্য ক্ষমতা বাড়ে, অন্যের প্রতি দ্রোহভাব কমে, ধরিত্রীর উপর কত অত্যাচার করছি অর্থাৎ মল মূত্র আদি নোংরা ফেলছি সেই অপরাধের ক্ষমা হয়, আর তিনি ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধে করিয়ে দেন।

এদিকে হিরণ্যকশিপু ভাই হিরণাক্ষ্যের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য মন্দার পর্বতে গিয়ে ব্রহ্মার আরাধনা করেন, সে সময় তার দেহ উইপোকায় ঢেকে ফেলেছিল এবং অন্তে তিনি এই বর প্রাপ্ত হন যে, স্থলে, জলে বা অন্তরীক্ষে, দিনে বা রাতে, অস্ত্রে অথবা শস্ত্রে, ভিতরে বা বাহিরে এবং ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন জীব দ্বারা তার মৃত্যু হবে না। হিরণ্যকশিপু ভাবলেন, তিনি কৌশলে ব্রহ্মার কাছ থেকে অমর বর প্রাপ্ত হলেন। বরপ্রাপ্ত হতেই তার আসুরিক প্রবৃত্তি চরম পর্যায়ে উঠল। ফলস্বরূপ, যে সকল স্থানে ভগবান বিরাজ করেন যেমন দেবতা, বিপ্র, গো আর শাস্ত্রাদির উপর অত্যাচার শুরু করলেন। তার অত্যাচারে দেবতাগণ অতিষ্ঠ হয়ে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে ভগবান দেবতাগণকে আশ্বস্ত করে একটু ধৈর্য্য ধারণ করতে বললেন। এদিকে যখন হিরণ্যকশিপু তপস্যায় গিয়েছিলেন, তখন তার স্ত্রী কয়াধু গর্ভবতী ছিলেন। সেই সুযোগে ইন্দ্র তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং পথে নারদ মুনি তাকে উদ্ধার করে তার আশ্রমে আশ্রয় দিয়ে ভগবদ্ কথা শুনিয়েছিলেন। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শ্রীপ্রহ্লাদ ভগবানের কথা শ্রবণ করেছিলেন। পিতা হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে গুরু শ্রীশুক্রচার্য্যের গৃহে প্রেরণ করেন বিদ্যাশিক্ষার প্রদানের জন্য। কিছুদিন শিক্ষালাভের পর পিতা প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন সে গুরুগৃহে কি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেছে? উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন—হে অসুরবর্য্য! এই দেহ দৈহিক বিষয়কে ত্যাগ করে বনে গিয়ে হরির ভজন করাই একমাত্র কর্তব্য।

তৎ সাধুমন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥ (ভাঃ ৭।৫।৫)

হিরণ্যকশিপু চিন্তা করলেন হয়ত শ্রীহরির কোন চর বালক প্রহ্লাদের মতিভ্রম করেছে। তাই গুরুপুত্র ষন্ড ও অমার্ককে নির্দেশ দেন সাবধানে উত্তমরূপে পাঠ পড়াতে। আবার কিছুকাল পর পুনরায় পিতা প্রশ্ন করেন প্রহ্লাদকে, গুরুগৃহে যে পাঠ গ্রহণ করেছো তার মধ্যে থেকে যেটা উত্তম মনে করো তা বলো। প্রহ্লাদ মহারাজ পিতাকে সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করলেন। যদিও প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তম ভাগবত তথাপি তিনি তার অসুর পিতাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—'আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হৈলে অমানি না হবো আমি'। এবার তিনি পিতাকে নবধা ভক্তির কথা বললেন—

''শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥''
(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

অর্থাৎ ভগবানে আত্মসমর্পন পূর্বক নববিধা ভক্তির অঙ্গ যাজন করাই উত্তম অধ্যয়নের ফল। প্রহ্লাদের মুখে একথা শুনে হিরণ্যকশিপু প্রচন্ড ক্রোধিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ভগবানের প্রতি মতি তার কিভাবে হয়েছে? শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥
(ভাঃ—৭।৫।৩২)

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের পাদরজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভগবানে মতিটা আসে না। প্রহ্লাদের এ কথা শুনে হিরণ্যকশিপু তাকে বধ করতে আদেশ দিলেন। সেইমত তার অসুরগণ নানাভাবে প্রহ্লাদকে বধের চেষ্টা করলেও সকল

চেষ্টা বিফল হলো। সর্প, অগ্নি, পর্বত থেকে নীচে ফেলে দেওয়া, অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ সকল প্রকার চেষ্টাই যখন বিফল হলো তখন হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত চিন্তিত হলেন এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই এই প্রহ্লাদই তার মৃত্যুর কারন হবে। গুরুপুত্রদ্বয় তাকে আশ্বস্ত করে বললেন পিতা শুক্রাচার্য্য তীর্থভ্রমণ করে ফিরে এসে একটা ব্যবস্থা করবেন। গুরুপুত্রদ্বয় প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে নিয়ে নানাভাবে বোঝাতে শুরু করলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ একদিন গুরুপুত্রদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে সকল অসুর বালকগণকে ডেকে বোঝালেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৌমার বয়স থেকেই শ্রীহরির ভজনা করেন এবং তাঁকে ভজনা করতে বহু আয়োজনের দরকার পড়ে না।

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুল্লর্ভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥
(ভাঃ-৭।৬।১)

সে খবর হিরণ্যকশিপুর কানে পৌঁছতেই তিনি প্রহ্লাদকে ধরে আনতে নির্দেশ দিলেন। তিনি নিজেই প্রহ্লাদকে মারতে উদ্যত হলেন। প্রহ্লাদকে শান্ত এবং স্থির দেখে হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞেস করলেন যে তার ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত হয় অথচ কার বলে বলীয়ান হয়ে শ্রীপ্রহ্লাদ তাঁকে উল্লঙ্ঘন করছে? শ্রীপ্রহ্লাদ বললেন—

''ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্
স বৈ বলং বলিনাঞ্চাপরেষাম্।
পরেঽবেরেহমী স্থিরজঙ্গমা যে
ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতা''॥ (ভাঃ-৭।৮।৭)

শুধু আমি নয়, আপনিও সেই তাঁর বলেই বলীয়ান তিনিই হরি, তাঁর ভজনা করাই শ্রেয়। হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করলেন—তোর হরি কোথায় থাকে? শ্রীপ্রহ্লাদ বললেন তিনি সর্বত্র আছেন। হিরণ্যকশিপু বললেন—এই স্ফটিকস্তম্ভে আছে তোর হরি? প্রহ্লাদ—নিশ্চয়ই আছেন। একথা শুনতেই হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে এক মুষ্ঠাঘাত করলেন। স্তম্ভভদ করে বিকট শব্দে গর্জন করতে করতে দশদিক কম্পিত করে ভগবান শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করে ভক্তের বাক্য সত্য করে প্রকট হলেন।

''সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেস্বখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্ ॥'' (ভাঃ-৭।৮।১৭)

কিছুক্ষণ হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন তারপর তাকে মুষ্টিতে নিয়ে নিজের উরুর উপর রেখে নখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ন করলেন। মনে হল যেন এক প্রকান্ড অগ্নিপিন্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা এসে পড়ল। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্তুতি করলেন, লক্ষ্মীদেবী এমনকি সরস্বতীদেবীও নৃসিংহদেবকে শান্ত করতে সমর্থ হলেন না। তখন ব্রহ্মার আদেশে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ প্রণাম করে বললেন—হে নৃসিংহদেব! তোমার এই ভয়ংকর রূপ দেখে আমি একটুও ভীত নই। ভগবান তাকে বক্ষে তুলে নিয়ে বাৎসল্যে লেহন করতে লাগলেন। তিনি প্রহ্লাদকে বর দিতে চাইলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বর নিতে রাজি হলেন না। বললেন, যারা তোমার ভজনা করে কিছু লাভের আশায়, তারা তোমার বণিক ভক্ত। তথাপি যদি কিছু দিতে চাও তো, আমার পিতা তোমার এবং তোমার ভক্তগণের উপর যে অত্যাচার করেছে তা ক্ষমা করে দাও। শ্রীনৃসিংহদেব বললেন—

ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥
(ভাঃ-৭।১০।১৮)

তোমার ত্রিসপ্তকুল উদ্ধার পেয়ে গেছে। প্রহ্লাদ মহারাজ আরো বললেন—

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্মো ধৃতির্মতিঃ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা ॥
(ভাঃ-৭।১০।৭-৮)

আমার যেন কোন কামনা, বাসনা না থাকে যা কিনা ভক্তের দ্বাদশ গুণ ইন্দ্রিয়সকল, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পদ, তেজ, স্মৃতি এবং সত্য-সকলকে বিনষ্ট করে। তোমার শ্রীচরণে যেন সদা দাস হয়ে থাকতে পারি।

আজ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব তিথিতে আমরা এই প্রার্থনা করি যেন তাঁর ভক্তের পাদপদ্মের দাস, দাস, দাসানুদাস হয়ে থাকতে পারি।

'জয় শ্রীনৃসিংহদেব কি জয়'।

'জয় শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়' ॥ ❑

বাসযোগে পুরীধাম দর্শন

বিশেষ আনন্দের সহিত জানানো যাইতেছে যে, গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শততম বর্ষপূর্ত্তির ত্রিবর্ষকালব্যাপী মহোৎসব উপলক্ষ্যে আগামী ৬ই আষাঢ়, ১৪২৪ বুধবার হইতে ১১ই আষাঢ়, সোমবার (ইং ২১শে জুন হইতে ২৬শে জুন, ২০১৭) **পর্য্যন্ত ছয়দিন ব্যাপী বাসযোগে পুরীধাম দর্শন শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন ও শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব তথা পুরীতে নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসবে অংশগ্রহণ** করিবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

বর্তমান সর্ব্বপ্রকার মূল্যবৃদ্ধির কথা বিবেচনাপূর্বক থাকা ও প্রসাদ পাওয়া বাবদ সর্বসাকুল্যে যাত্রীপ্রতি ৪,১০০ (চার হাজার একশত) টাকা ধার্য করা হইয়াছে। দর্শনার্থী যাত্রিগণের মধ্যে যাঁহারা অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা দিয়া প্রথমে নাম লিখাইবেন তাঁহারা অগ্রাধিকার পাইবেন। কোন বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করিলে ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিঙ্করাভাস
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ,
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

তাং:- ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪
(ইং ২৫শে মে, ২০১৭)

পরিক্রমা সূচী

২১শে জুন, বুধবার	—	সকাল ৫ ঘটিকায় কলকাতা হইতে বাসযোগে যাত্রারম্ভ এবং রেমুনায় শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শনান্তে পুরীতে শ্রী পুরুষোত্তম মঠে রাত্রিবাস।
২২শে জুন, বৃহস্পতিবার	—	প্রাতে স্থানীয় তীর্থসমূহদর্শন ও বৈকালে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে নবনির্মিত নবচূড়াযুক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলাধিবাস তিথি পালন ও শ্রীভাগবত ধর্মসভা।
২৩শে জুন, শুক্রবার	—	প্রাতে শ্রীবিগ্রহগণসহ নগরসংকীর্ত্তন মহোৎসব ও নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব ও বৈকালে শ্রীভাগবত ধর্মসভা।
২৪শে জুন, শনিবার	—	সকালে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও দুপুরে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন উৎসব।
২৫শে জুন, রবিবার	—	শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব দর্শন।
২৬শে জুন, সোমবার	—	প্রাতে বাসযোগে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

বিঃ দ্রঃ —
- ❁ দৈবযোগে পরিক্রমার সূচী পরিবর্ত্তন যোগ্য।
- ❁ কোন স্থানের Auto ভাড়া বা রিক্সা ভাড়া যাত্রীগণ নিজ দায়িত্বে বহন করিবেন।

যোগাযোগ ঃ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ—৯৪৩৩৪৩০৭১০।
শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ—৯০৫১৭৮১৪৯৩

শারদীয়া দুর্গোৎসবে আটদিন ব্যাপী পারমার্থিক ক্লাস

এতদ্দ্বারা সকল মঠবাসী ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দদের জানানো হইতেছে যে, শারদীয় দুর্গোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত কলকাতা **বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সোমবার হইতে ২রা অক্টোবর, ২০১৭** সোমবার পর্যন্ত আটদিন ব্যাপী এক বিশেষ পারমার্থিক ক্লাসের আয়োজন করা হইয়াছে। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী পূজ্যপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতিদিন ক্লাস লইবেন। উক্ত ক্লাসে প্রতিদিন **শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্গত "সনাতন শিক্ষা"** আলোচিত হইবে। ইচ্ছুক মঠবাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের উক্ত পারমার্থিক ক্লাসে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাহারা উক্ত ক্লাসে অংশ-গ্রহণ করিতে পারিবেন না তাহারা Internet video Conference (SKYPE)-এর মাধ্যমে ক্লাস করিতে পারিবেন। এবিষয়ে বিশদ জানিতে হইলে 9088373464/ 8017573255 নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

ANNUAL GENERAL MEETING-2017

এতদ্দ্বারা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার কলকাতা-৭০০০০৩ গভর্নিং বডির সদস্য/ সদস্যাদের জানানো হইতেছে যে **আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০১৭ রবিবার** সকাল এবং বিকালে যথাক্রমে Annual General Meeting ও Council Meeting অনুষ্ঠিত হইবে। সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

কলকাতায় হাতিবাগানে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ২৮ মে, রবিবার ২০১৭ তারিখ কলকাতা হাতিবাগানস্থিত নবীনপল্লী ক্লাবে (১১/১ডি জ্ঞানেন্দ্র মিত্র গলি, কলকাতা-৪) মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরিব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধবনিতাসহ প্রায় ৭০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। কলকাতা ই. এন্. টি. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি. আর. রায়. চৌধুরী (ডি. এম্), ডঃ শ্রীমহাদেব মণ্ডল মহাশয় সকাল ১০ টা হতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রী শ্রীসাধন পান্ডে ও অতীন ঘোষ (এম.এম.আই.সি)। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ রায় এর সহযোগিতায় উক্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

কলকাতায় হাতিবাগানে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

শ্রীচৈতন্যমেলার অনুষ্ঠান সূচী—২০১৮

(অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী তথা ভক্ত পরিবারের অভিভাবকগণকে নিজ নিজ পুত্র কন্যাদের অভ্যাস করিবার জন্য নিম্ন অনুষ্ঠান সূচী প্রদর্শিত হইল)

(১) বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

গ্রুপ	বয়স	বিষয়
ক বিভাগ	১০-১৫ বৎসর	জন সাধারণের জন্য—শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান
খ বিভাগ	১৬-৩০ বৎসর	শিষ্য ভক্তদের জন্য—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবনী বানী ও প্রচার।

এই প্রতিযোগিতা দুই দিন অনুষ্ঠিত হইবে। একদিন জনসাধারণের জন্য ও একদিন শুধু শিষ্য ভক্তদের জন্য।

(২) ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ঃ—(কেবলমাত্র শিষ্য ভক্তদের জন্য)

ক বিভাগ	১৫ বৎসরের নীচে	শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের জীবন ও বাণী।
খ বিভাগ	১৬-৩০ বৎসরের মধ্যে	শ্রীভক্তিবিনোদ কীর্ত্তনাবলী, দশমূল-শিক্ষা ও উপদেশামৃত গ্রন্থ হইতে

(প্রতিযোগীগণের উত্তর অসম্পূর্ণ হইলে তাদের অভিভাবকগণও উত্তর দিতে পারিবে)।

(৩) অঙ্কন প্রতিযোগিতাঃ—

ক বিভাগ	৪-৮ বৎসর	
খ বিভাগ	৯-১১ বৎসর	জনসাধারণের জন্য—শ্রী চৈতন্যদেব
গ বিভাগ	১২-১৫ বৎসর	শিষ্য ভক্তদের জন্য—শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয় মিশন।
ঘ বিভাগ	১৬-২০ বৎসর	

এই প্রতিযোগিতা দুই দিন অনুষ্ঠিত হইবে, একদিন জনসাধারণের জন্য এবং একদিন কেবলমাত্র শিষ্যভক্তদের জন্য।

(৪) 'মৃদঙ্গ' বাদ্যযন্ত্র প্রতিযোগিতা

ক বিভাগ	১২ বৎসরের নীচে	**সকলের জন্য**
খ বিভাগ	১২-১৮ বৎসরের মধ্যে	
গ বিভাগ	১৮-৩০ বৎসরের মধ্যে	

(৫) আবৃত্তি প্রতিযোগিতাঃ—(কেবলমাত্র শিষ্য ভক্তদের পুত্র কন্যাদের জন্য)

ক বিভাগ	৫-১০ বৎসর	শরণাগতি (যে কোন কীর্ত্তন)
খ বিভাগ	১১-২০ বৎসর	শরণাগতি (ছয়টি অঙ্গের মধ্যে কমপক্ষে একটি)

পুনশ্চঃ শিষ্যভক্তবৃন্দও জনসাধারণের বিভাগে যোগদান করিতে পারিবেন।

যোগাযোগ—9088373464, 8017573255

আহ্বান

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ঐতিহ্যশালী বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের নেতৃত্বে ও মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবাবাদ্যোগে বর্তমান বৎসরে বাংলাদেশে গুরুবর্গের আবির্ভাব স্থান, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের জন্মস্থান, লীলাস্থান আদি প্রভৃতি দর্শনের জন্য এক সেবাসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভক্তগণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, যারা যারা এই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তারা নিজ নিজ পাসপোর্ট বানিয়ে নিতে ও পাসপোর্ট/ ভিসা ইত্যাদি ব্যাপারে গৌড়ীয় মিশনের অফিসে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হইতেছে।

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

প্রধান কার্যালয় ঃ-
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কোলকাতা-৩
ফোন-২৫৫৪-৪১৫৫
২৫৪৩-১৩৮৭

শাখা মঠ ঃ-
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ
চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)
মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭,
০৮৭৬৩০৪৫৪৬১

e-mail :-gaudiya@gaudiyamission.org ● Visit us :-www.gaudiyamission.org

গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শততম বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে শ্রীনীলাচলধামস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নবনির্মিত মন্দিরের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন তথা শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব

শ্রীগৌরকৃষ্ণপাদপদ্মমধুপাশ্রিতেষু—

শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে **জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** প্রতিষ্ঠিত মিশনের অন্যতম শাখা পুরীধামস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠের **নবনির্মিত মন্দিরের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন তথা শ্রীশ্রীগৌরগদাধর বিনোদ মাধব জীউ-এর প্রবেশোৎসব** মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে ও করকমলে আগামী ২৩শে জুন, ২০১৭, শুক্রবার গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল সারঙ্গমুরারী ঠাকুরের শুভ আবির্ভাব তিথিবাসরে হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইবে।

এতদুপলক্ষে আগামী ২২ ও ২৩শে জুন, ২০১৭ দুইদিন ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ভাগবত ধর্মসভা ও সংকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে। সকল ভক্তগণকে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

নিবেদক
সজ্জনকিঙ্করাভাস
ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান সূচী

২২শে জুন, ২০১৭, বৃহস্পতিবার মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন, বিকাল ৫ ঘটিকায় ভাগবত ধর্মসভা।
২৩শে জুন, ২০১৭, শুক্রবার সকাল ৬ ঘটিকায় ঃ নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, অভিষেকপূজা, ভোগরাগ ও আরতি সংকীর্ত্তন এবং বিকাল ৫ ঘটিকায়-ভাগবত ধর্মসভা।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/06/2017

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) দামোদরষ্টকম্, (২) গুরুমহারাজের হরিকথা (ষষ্ঠ খণ্ড), (৩) জীবে দয়া (হিন্দী), (৪) গৌড়ীয় দর্শন, (৫) শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, (৬) শ্রীশ্রীগোপীনাথ চরিতামৃত (হিন্দী) ও (৭) শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য — শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org